MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, খেতমজুরের সারা বছর কাজ, খাদ্যের নিশ্চয়তা ও দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবি

বন্যা ও করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ঋণ মওকুফ ও বিনা সুদে কৃষিঋণ প্রদানসহ ৯ দফা দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট নওগাঁ জেলা শাখার উদ্যোগে ৩০ সেপ্টেম্বর '২০ হাটচকগৌরী থেকে জেলা ডিসি অফিস পর্যন্ত পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষকনেতা মঙ্গল কিসকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ নওগাঁ জেলা আহবায়ক কমরেড জয়নাল আবেদীন মুকুল, নাটোর জেলা আহবায়ক দেবাশীষ রায়, জেলা বাসদের সদস্য কালিপদ সরকার। পদযাত্রায় হাপানিয়া বাজারে বক্তব্য রাখেন রবিউল টুডু, মঙ্গল কিসকু, কালিপদ সরকার; ডাক্তারের মোড়ে বক্তব্য রাখেন শমশের আলী মোল্লা ও দেবলাল টুডু। ডিসি অফিসের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে ডিসির নিকট ৯ দফা দাবিসম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

উল্লিখিত স্থানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, একক খাত হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান এখনও প্রধান। করোনাকালে অন্যান্য খাতগুলো যখন মুখথুবড়ে পড়েছে তখন কৃষিই আমাদের আশার আলো দেখিয়েছে; খাদ্য, সবজি, মাছ-মাংস, দুধ-ডিম নিরবিচ্ছিন্ন জোগান দিয়ে ১৭ কোটি মানুষের খাবার জুগিয়েছে। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও কৃষির সঙ্গে যুক্ত কৃষক, খেতমজুরের খাদ্য ও জীবন-জীবিকার কোনও নিরাপত্তা নেই। কৃষক তার ফসল বিক্রির সময় ন্যায্য মূল্য পায় না, আবার কিনতে হয় বেশি দামে। সরকারের প্রধান ক্রয় ধান নয় চাল, অথচ কৃষক উৎপাদন করে ধান। এতে লাভবান হয় মধ্যস্বত্বভোগী, ফড়িয়া ও বড় বড় মিল মালিকরা। কৃষি গবেষকরা এবং কৃষকরা দাবি করে, কৃষকের ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হলে সব ধান সরকারকে মৌসুমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কিনতে হবে।

করোনাকালে কৃষকের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা বরাদ্দ দেওয়া হলেও এতে মূলত লাভবান হবে চাতাল মালিক ও ফড়িয়ারা। প্যাকেজের নীতিমালায়, ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক মাত্র আড়াই লাখ টাকা ঋণ নিতে পারবে জমির দলিল বন্ধক রেখে আর বর্গাচাষি, ভূমিহীনরা যারা জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করে তারা ঋণ পেতে হলে চুক্তিপত্র বন্ধক দিতে হবে। বাস্তবে বর্গাচাষিদের এবং জমি লিজের চুক্তিপত্র থাকে না। ফলে কৃষকরা এই প্যাকেজ থেকে কোন সুবিধা পাবে না। কৃষি-কৃষকের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ৯ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

১। উৎপাদন খরচের চেয়ে ৩০% উদ্বৃত্ত মূল্য দিয়ে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করতে হবে।

২। খেতমজুরদের সারাবছর কাজ ও খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু ও গ্রামে গ্রামে সেনাবাহিনীর দরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩। নওগাঁ জেলার বন্যাদুর্গত মান্দা, রাণীনগর ও আত্রাই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষতিপূরণ ও ক্ষেতমজুরদের খাদ্য ও নগদ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।

৪। কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে মধ্যস্বত্বভোগী, বড় বড় ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে।

৫। বিএডিসিকে কার্যকর করে কৃষি উপকরণ বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পৃথক ও স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন করে আদিবাসীদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৭। সাপাহার ও পোরশা উপজেলায় আম প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা নির্মান করতে হবে।

৮। পাট ও আখ চাষিদের স্বার্থ রক্ষা করার কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে। বন্ধ পাটকল ও চিনিকল চালু করতে হবে।

৯। বন্যা ও করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের কৃষিঋণ মওকুফ করতে হবে। বিনা সুদে কৃষিঋণ প্রদান করতে হবে।